এই সময়

সম্পাদকীয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

হাতির পথ, মানুষের বসতি
ধরুন, আমরাই অনুপ্রবেশকারী

'মানুষের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য হাতিদের সাজা প্রাপ্য! তাই কখনও ঝেঁকে আসে বন্দুকের গুলি, ইট, পাথর, বর্শা বা মশালের আগুন।' একটি অ-মানুষিক কাহিনি। লিখছেন কৌশিক

'আমরা কেন গো তোমাদের হাতির ভার নেব?' সে কি? 'তা নয়তো কি? দিন ভর ঘাপটি মেরে তোমাদের জঙ্গলে রেখে দেবে আর সন্ধে নামলেই পাঠিয়ে দেবে। সারা রাত দাপিয়ে, ভোরবেলা এখানকার খেত সাফ করে, বাড়িঘর নষ্ট করে আবার ভারতে নিজেদের আস্তানায়। এখনই আর চলবে না। অস্ত্র জোগাড় করেছি, দেখলেই গুলি করব। হয় এদের ফিরিয়ে নাও আর না হলে আটকে রাখো'— এমনই মন্তব্য নেপালের সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের অধিবাসীদের। অথচ হাতিরা এই একই রাস্তা ধরে চলেছে বছরের পর বছর। বরং তাদের এই যাতায়াতের পথে ঘরবাড়ি বসিয়ে সেই পথ রুদ্ধ করেছে মানবসমাজ।

এ দেশের চাল, গম, মানুষ, প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামেশাই পাচার হয়। কিন্তু কেউ যদি দু'দেশেই বাস করে, খায় দায়, জীবনধারণের বন্দোবস্ত করে তা হলে কোন দেশের দায়? মানুষ আইনের পরোয়া না করে অনেক কিছুই করে দেখিয়েছে। তবে মানুষের নিয়ম ইতর প্রাণীদের জন্য খাটে না, তাও যদি অনিষ্টকারী কোনও প্রাণী মানুষের জীবন ও সম্পত্তির জন্য বিপদের কারণ হয়।প্রকৃতপক্ষে হাতির দল ধান ও ভুট্টার লোভে ফি-বছর শীতের আগে ও বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গ-নেপাল সীমানা লাগোয়া গ্রামগুলিতে পাড়ি দেয়। আদতে শান্ত, নিরীহ ও ভদ্র এই বিশালকায় জীবেরা যখন দল বেঁধে শস্য খেতে ঢোকে তখন হয় সন্ধ্যা নয় রাত। এদের প্রতিরোধ করা সত্যিই দুঃসাধ্য হয়ে যায়। গত ১০-১২ বছরে এই পরিস্থিতি ক্রমেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। কখনও হাতি আবার কখনও মানুষের মৃত্যুর খবর বিচলিত করেছে দু'দেশের মানুষকেই। নেপাল সীমানার এই গ্রামগুলিতে বসতি বেড়ে উঠেছে গত ৩-৪ দশকে। প্রথমে স্বল্পাকারে থাকলেও বর্তমানে মনুষ্যবসতি ও কৃষিজমি মিলিয়ে এই অঞ্চলে কোনও বনসম্পদ অবশিষ্ট নেই।

এক সময়ে এ অঞ্চল বন্যপ্রাণীদের মুক্তাঞ্চল ছিল। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে এই তরাই অঞ্চলে পাহাড় থেকে নেমে আসা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে আর তারই সঙ্গে চলে বন উচ্ছেদ। আর সেই জায়গা দখল নিতে শুরু করল কৃষিজমি ও মনুষ্যবসতি। উত্তরবঙ্গের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বনাঞ্চলে ও অভয়ারণ্যে যে বন্যপ্রাণীরা টিকে রইল তার মধ্যে হাতিরাই বিশাল এলাকা জুড়ে পরিভ্রমণ করে। তাই এদের খাবার ও আশ্রয়ের সংকুলান হওয়া কঠিন। আর খাদ্যের অভাবে প্রতি বছরই এদের একটা অংশ দেশের সীমা লঙ্ঘন করে বিনা অনুমতিতে পরিবার পরিজন নিয়ে নেপালে ঢুকে পড়ে। হাতিদের এ হেন আচরণকে নিরস্ত করতে কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি। সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত হলেও তারা নিজেরাই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে প্রতি বছরই দু'বার করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভিড় জমায়। যদিও নির্দিষ্ট কয়েক সপ্তাহ যাতায়াত করে এরা ফিরে আসে ভারতেই যেখানে এদের স্থায়ী ঠিকানা। এই পরিস্থিতির সমাধান করতে দু'দেশের সরকারই কিঞ্চিৎ আলোচনা বা বাক্য বিনিময় করেছে। তবে এ পর্যন্ত কোনও সুব্যবস্থা করা যায়নি যাতে অসহায় হাতিদের মৃত্যু ঠেকানো যায়। হাতিরা ওপারে যাতায়াত করবে এবং মরবে— এই সমস্যার হাল বোধ হয় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো উদাসীন আধিকারিকদের খুব একটা আঘাত করে না।

তবে উপরোক্ত সমস্যার নেপথ্যে এই অঞ্চলের একাধিক সমস্যা জড়িত, যার ফলস্বরূপ হাতি মানুষ সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং দু'দিকেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটবে। দার্জিলিং জেলার পশ্চিম প্রান্তে নেপাল সীমানা বরাবর এই অঞ্চলে গত কয়েক দশকে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে মিশে আছে বিভিন্ন রকমের মানুষ যারা পাহাড় থেকে সমতলের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের বাসিন্দা। সীমান্ত এলাকা হওয়ার জন্য এখানে অবৈধ ব্যবসাও রমরমা। নিকটবর্তী বাণিজ্য শহর শিলিগুড়ি হওয়ার জন্য এই অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব ব্যাপক। এখানে সব থেকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, যা থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি হিমালয়ের সন্নিকটে এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা। তবে আজও প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ চা বাগান, নদী, পাহাড়, সমতলবেষ্টিত এই অপরূপ ভূখণ্ডকে ভালোবাসতে পারেনি আমাদের নেতা, মন্ত্রী, আমলারা।

মানুষের সম্পত্তি (?) নষ্ট করার জন্য হাতিদের সাজা প্রাপ্য। তাই কখনও ঝেঁকে আসে বন্দুকের গুলি, ইট, পাথর, বর্শা বা মশালের আগুন। বেশির ভাগ সময় মানুষের রোষে হাতিরাই মারা পড়ে। এক বার নেপালে এক বাচ্চা হাতিকে তার মায়ের সামনে মারা হয়েছিল বলে মা এ দেশে ফিরে প্রায় ১৩ জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। অবশেষে সেই মাকেও চিরনিদ্রায় পাঠানো হয়। এই মৃত্যুস্রোত অব্যাহত। কারণ এই হস্তিকুল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অক্ষম।

হাতি নিধন: কবে, কোথায়, কী ভাবে

তারিখ	লিঙ্গ	বয়স	ঘটনা	ঘটনার স্থান	মৃত্যুর কারণ
১০.০৭.২০০৭	পুরুষ	প্রাপ্তবয়স্ক	মৃত্যু	নেপালের ঝাপা জেলার দেবীগঞ্জ বর্ডারের ধারে	হাতির ছোট দলকে নেপালে কিছু লোক গুলি করেছে বলেই রিপোর্ট
২২.০৭.২০০৭		২০ বছর	মৃত্যু	চেপটিগুড়ি, বামনপোখরি রেঞ্জ, বালাসন নদীর কাছে, কারশিয়াং ডিভিশন	গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু
১৮.০৬.২০০৮	পুরুষ	অপ্রাপ্তবয়স্ক	মৃত্যু	নেপালের মধ্যে পানিঘাটা রেঞ্জ-এর কালাবাড়ি ফরেস্ট-এর কাছে ইন্দো-নেপাল বর্ডারে। মেচি নদীর ধারে	তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু
২১.০৬.২০০৮	স্ত্রী	প্রাপ্তবয়স্ক	মৃত্যু	বহুডাঙ্গি (নেপাল)	বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু
২৫.০৮.২০০৯	পুরুষ	১৮ বছর	মৃত্যু	বাগডোগরা রেঞ্জ-এর অধীনে বেঙ্গডুবি ব্লক-এর কাছে	বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু
২৩.০২.২০১০	দাঁতাল	১৫ বছর	মৃত্যু	বাগডোগরা রেঞ্জ-এর কদমা ফরেস্ট ব্লক-এ	নেপালে বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু
০৩.০৩.২০১০	পুরুষ	প্রাপ্তবয়স্ক	মৃত্যু	বাগডোগরা রেঞ্জ-এর রিশাবাড়ি ব্লক-এ	নেপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু
০৫.০৯.২০১১	পুরুষ	১২-১৩ বছর	মৃত্যু	পানিঘাটা রেঞ্জ-এর অধীনে রঙ্গমোহন গ্রামে	তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু
১৩.০৬.২০১২	পুরুষ	শিশু হাতি	মৃত্যু	বহুডাঙ্গির স্থানীয় লোকেরা নৃশংস ভাবে হত্যা করে শিশু হাতিটিকে	আঘাত লাগার ফলে মৃত্যু